بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত ১৩ মার্চ ২০২০ তারিখের খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্। হযরত তালহার বংশ সপ্তম পুরুষে মুর্‌রা বিন কা'বের ব্যক্তিত্বে মহানবী (সাঃ)এর সাথে মিলিত হয়। আর চতুর্থ পুরুষে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর সাথে মিলিত হয়। তার পিতা উবায়দুল্লাহ্ ইসলামের যুগ পাননি, কিন্তু মা দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং মহানবী (সাঃ)এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে মহিলা সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে গণিমতের মাল থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন।

হযরত তালহা উহুদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই দশ জনের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন অধিকন্তু সেই আট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সেই পাঁচ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা হযরত আবুবকর (রাঃ)এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুরা কমিটির ছয় সদস্যের একজন ছিলেন। তারা এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইয়াযীদ বিন রোমান রেওয়ায়েত করেন যে, একবার হযরত উসমান ও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ উভয়ে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)এর পিছনে বের হন আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (সাঃ) তাদের উভয়ের সামনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন এবং তাদের দুজনকে কুরআন পড়ে শুনান, অধিকন্তু তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে অবগত করান এবং এ দু'জনকে সেই সম্মান ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হবে। এর ফলে তারা উভয়ে অর্থাৎ হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ) ঈমান আনয়ন করেন এবং মহানবী (সাঃ)এর সত্যায়ন করেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি 'বুসরা'র বাজারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ইহুদি যাজক তাদের 'সওমা' বা গীর্জায় বলছিল যে, কাফেলার লোকদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মাঝে কোন হেরেমবাসী বা মক্কাবাসী আছে কিনা। একথা শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আছি। তখন সে জিজ্ঞেস করে, আহমদের আবির্ভাব হয়ে গেছে কি? হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, কোন আহমদ? তখন সে বলে, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এটিই সেই মাস যে মাসে তাঁর আবির্ভাব হবে আর তিনি শেষ নবী হবেন, তাঁর আবির্ভাবের স্থান হলো হেরেম বা মক্কা এবং তাঁর হিজরতের স্থান হবে খেজুরের বাগান বিশিষ্ট এবং পাথুরে, নোনা ও অনুর্বর ভূমি, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, সে যা কিছু বলেছে তা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি দ্রুত রওয়ানা হয়ে মক্কায় চলে আসি। এসে জিজ্ঞেস করি, নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কি? লোকজন বলে, হ্যাঁ! মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নবুওয়তের দাবি করেছে আর ইবনে আবি কাহাফা [এটি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর উপনাম ছিল] তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হই এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)এর নিকট আসি এবং জিজ্ঞেস করি, আপনি কি এই ভদ্রলোকের অনুসারী হয়েছেন? হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)কে সাথে নিয়ে বের হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট তাকে উপস্থিত করেন। হযরত তালহা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহুদি যাজক যা বলেছিল সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে অবগত করেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

হযরত তালহা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নওফেল বিন খুয়ায়লিদ বিন আদবিয়া তাঁকে এবং হযরত আবুবকরকে এক রশিতে বেঁধে ফেলে। এ কারণেই তাঁকে এবং হযরত আবুবকরকে কারিনাইন তথা দুই সাথীও বলা হতো। নওফেল কুরাইশদের মাঝে নিজের কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিল। তাদেরকে যারা বেঁধেছিল তাদের মাঝে তার ভাই অর্থাৎ হযরত তালহার ভাই উসমান বিন উবায়দুল্লাহও ছিল। তাদেরকে এ কারণে বাঁধা হয়েছিল যেন তারা মহানবী (সাঃ)এর কাছে যেতে না পারেন এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন। ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, মহানবী (সাঃ) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আদবিয়ার অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা কর।

আব্দুল্লাহ বিন সা'দ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় হিজরত করার সময় খাররার নামক স্থান থেকে যাত্রা করেন, এটি মদিনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা) প্রভাতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হয় যিনি সিরিয়া থেকে কাফেলার সাথে এসেছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)কে সিরিয়ার কাপড় পরিধান করালেন এবং মহানবী (সাঃ)কে সংবাদ দেন যে, মদিনাবাসী দীর্ঘক্ষণ থেকে অপেক্ষমান। মহানবী (সাঃ) চলার গতি বাড়িয়ে দেন এবং হযরত তালহা মক্কায় চলে যান। যখন তিনি নিজ কাজ সমাপ্ত করেন তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)এর পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে মদিনায় পৌঁছে যান।

হযরত তালহা'র কতক আর্থিক কুরবানীর কারণে মহানবী (সাঃ) তাকে 'ফাইয়ায' আখ্যা দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিরাট দানশীল। এরপর থেকে তাকে তালহা ফাইয়াজ নামে ডাকা হতে থাকে। মূসা বিন তালহা নিজ পিতা তালহার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) উহুদের দিন হযরত তালহার নাম রেখেছিলেন 'তালহাতুল খায়ের'। তাবুকের যুদ্ধাভিযান এবং যি-কারদ এর যুদ্ধাভিযানে 'তালহাতুল ফাইয়ায' নাম রেখেছিলেন আর হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের দিন 'তালহাতুল জুদ' রেখেছিলেন যার অর্থও 'ফাইয়ায' তথা বিরাট দানশীল।

সায়েব বিন ইয়াযিদ কর্তৃক বর্ণিত যে, আমি সফরে এবং অন্য সময়েও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে ছিলাম, কিন্তু সাধারণভাবে অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে হযরত তালহার চেয়ে অধিক উদার কোন ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নি।

হযরত তালহা (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেদিন মহানবী (সাঃ)এর সাথে অবিচল ছিলেন এবং তাঁর (সাঃ)এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়াত করেন। মালেক বিন যুহায়ের মহানবী (সাঃ)কে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে হযরত তালহা (রাঃ) নিজের হাত দিয়ে মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র চেহারা সুরক্ষিত রাখেন। তীর তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হয়, যার ফলে সেটি অকেজো হয়ে যায়। তাছাড়া উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা (রাঃ)এর মাথায় এক মুশরিক দুইবার আঘাত করে। এর ফলে প্রচুর রক্তক্ষণও হয়েছিল।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাতুল হালবিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কায়েস বিন আবু হাযেমাহ্‌ বলেন, আমি উহুদের (যুদ্ধের) দিন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র হাত দেখেছিলাম যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)কে তীর থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি ভাষ্যানুসারে তাতে বর্শা লেগেছিল এবং এর ফলে এতবেশী রক্তক্ষরণ হয় যে, তিনি দুর্বলতার কারণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তার মুখে পানির ছিটা দেন যতক্ষণ না তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। সংজ্ঞা ফেরার সাথে সাথে তিনি প্রশ্ন করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কেমন আছেন? হযরত আবুবকর তাকে বলেন, তিনি (সাঃ) ভালো আছেন, আর তিনি-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত তালহা বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্‌-কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাহু জালল' অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার! তিনি (সাঃ) যদি নিরাপদ থাকেন তাহলে সকল বিপদই তুচ্ছ।

হযরত যুবায়ের বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উহুদের দিন দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সাঃ) পাহাড়ে আরোহনের চেষ্টা করেন, কিন্তু লৌহ-বর্মের ভারে এবং মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের ফলে রক্তপাতের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তিনি (সাঃ) হযরত তালহাকে নিচে বসান এবং তার উপরে পা রেখে পাথরের উপর আরোহন করেন। হযরত যুবায়ের বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)কে একথা বলতে শুনেছি যে, তালহা নিজের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত তালহার একটি পা কিছুটা খোঁড়া ছিল, যে কারণে তিনি সঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। তিনি যখন মহানবী (সাঃ) কে ওঠান, তখন অনেক চেষ্টা করে নিজের ভারসাম্য ও নিজের পা ঠিক রাখছিলেন, যেন তার খোঁড়া হওয়ার কারণে মহানবী (সাঃ)এর কোন কষ্ট না হয়। এরপর তার খোঁড়াভাব চিরতরে দূর হয়ে যায়।

আয়েশা ও উম্মে ইসহাক, যারা হযরত তালহা (রাঃ)এর কন্যা ছিলেন, তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে আমাদের পিতার চব্বিশটি আঘাতলাগে, মহানবী (সাঃ)এর সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর (সাঃ) পবিত্র চেহারাও ক্ষতবিক্ষত ছিল। তিনি (সাঃ)ও প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) তাকে (সাঃ) নিজের পিঠে উঠিয়ে এমনভাবে উল্টো পায়ে পিছু হটেন যে, কোন মুশরিক এগিয়ে আসলে তিনি তার সাথে যুদ্ধ করতেন। আর এভাবে তিনি তাঁকে (সাঃ) উপত্যকায় নিয়ে যান এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দেন। হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) বিভিন্ন রেওয়ায়েতের আলোকে এর বিস্তারিত চিত্রাঙ্কন করেছেন, কতিপয় সাহাবী ছুটে গিয়ে মহানবী (সাঃ)এর চারপাশে একত্রিত হয়ে যান, কাফেররা সেই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যেখানে মহানবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। একের পর এক

সাহাবী তাঁর (সাঃ) সুরক্ষায় নিহত হচ্ছিলেন। তরবারি ধারীদের পাশাপাশি তিরন্দাজরা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অজস্র তীর বর্ষণ করছিল। একের পর এক তীর, যা লক্ষ্যভেদ করত তা হযরত তালহার হাতে বিদ্ধ হতো, কিন্তু বীর ও বিশ্বস্ত এই সাহাবী নিজের হাতকে বিন্দুমাত্রও নড়াতেন না। এভাবে তীর বিদ্ধ হতে থাকে আর হযরত তালহার হাত ক্ষতের তীব্রতার কারণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায় এবং তার কেবল একটি হাত অবশিষ্ট রয়ে যায়। বহু বছর পর ইসলামের চতুর্থ খিলাফতের যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয় তখন কোন শত্রু তিরস্কারের ছলে হযরত তালহাকে একহাতা বলে। এতে আরেকজন সাহাবী বলেন একহাতা তো বটেই; কিন্তু কতই না কল্যাণমণ্ডিত একহাতা ব্যক্তি। তুমি কি জান তালহার এই হাত মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র চেহারার নিরাপত্তা বিধানে বিকলাঙ্গ হয়েছিল? উহুদের যুদ্ধের পর কোন ব্যক্তি তালহাকে জিজ্ঞেস করে, যখন তীর আপনার হাতে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনার ব্যথা লাগতো না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা উত্তর দেন, ব্যথাও হতো এবং উফ্ শব্দও বের হওয়ার উপক্রম হতো,কিন্তু আমি উফ্ করতাম না, যেন এমন না হয় যে, উফ্ শব্দ করার সময় আমার হাত নড়ে যাবে আর তীর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পবিত্র চেহারায় বিদ্ধ হবে।

হামরাউল আসাদ যুদ্ধে পিছু ধাওয়ার সময় মহানবী (সাঃ) এর সাথে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সাঃ) তাকে বলেন, তালহা! তোমার অস্ত্র কোথায়? হযরত তালহা নিবেদন করেন, নিকটেই রয়েছে; এটা বলে তিনি দ্রুত গিয়ে নিজের অস্ত্র উঠিয়ে আনেন। অথচ সে সময় তালহার কেবল বুকেই উহুদের যুদ্ধের নয়টি ক্ষত ছিল।

তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সাঃ) সংবাদ পান যে, কতিপয় মুনাফেক সুয়ায়লাম ইহুদির ঘরে একত্রিত হচ্ছে, তারা তার ঘরে একত্রিত হচ্ছিল আর সে মুনাফেকদেরকে তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে যেতে বাধা দিচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত তালহাকে কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার কাছে প্রেরণ করেন এবং আদেশ দেন যেন সুয়ায়লামের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। হযরত তালহা তা-ই করেন। সাহাক বিন খলীফা ঘরের পেছন দিক দিয়ে পালাতে গেলে তার পা ভেঙে যায় আর তার বাকি সাথিরাও পালিয়ে যায়। হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, আমার উভয় কান মহানবী (সাঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছে যে, তালহা ও যুবায়ের জান্নাতে আমার দুই প্রতিবেশী হবে।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নয় ব্যক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতি। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম; তখন এটি কাঁপতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হে হেরা (পাহাড়)! স্থির থাক, নিশ্চয় তোমার উপরে একজন নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ); এই হলো নয়জন। জিজ্ঞেস করা হয় যে, দশম ব্যক্তি কে? তিনি খানিকক্ষণ নীরব থাকেন; অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি হলাম আমি।

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মর্যাদা এত মহান ছিল যে, তারা রণক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সম্মুখে লড়াই করতেন এবং নামাযে তাঁর (সাঃ)এর পিছনে দাঁড়াতেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে চলমান অবস্থায় দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌কে দেখে নিক। হযরত মূসা বিন তালহা এবং হযরত ঈসা বিন তালহা (রাঃ) তাঁদের পিতা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন মহানবী (সাঃ)এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, مَّنقَضَىٰ نَحْبَهُ (সূরা আহযাব ঃ ২৪) অর্থাৎ যে তার সংকল্প পূর্ণ করেছে বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? ঐ ব্যক্তি তিনবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে একই প্রশ্ন করেন, তারপরে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তরে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহর্ প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, দেখ! এ হলো مَّنقَضَىٰ نَحْبَهُ-র সত্যয়নস্থল বা সত্যায়নকারী।

আব্দুর রহমান বিন উসমান (রাঃ) বলেন, একবার আমরা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ)'র সাথে ছিলাম। আমরা এহরামে ছিলাম। কোন এক ব্যক্তি আমাদের কাছে উপহার স্বরূপ একটি পাখি নিয়ে আসে। হযরত তালহা (রাঃ) সেটি খেয়ে ফেলে এবং বলেন, আমরাও এহরাম বাঁধা অবস্থায় মহানবী (সাঃ)এর উপস্থিতিতে অন্যের শিকার (করা প্রাণী) খেয়েছিলাম।

হযরত উমর (রাঃ)'র মুক্ত কৃতদাস আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ)'র দেহে দু'টি কাপড় দেখেন যা লাল রঙের মাটিতে রাঙানো ছিল, অথচ তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে সাহাবীদের দল! তোমরা ইমাম বা নেতা। মানুষ তোমাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করবে। কোন অজ্ঞ যদি তোমার দেহে এই কাপড় দু'টি দেখে

তাহলে বলবে, তালহা রঙিন পোশাক পরিধান করেন অথচ তিনি এহরামে আছেন। আপত্তি করবে যে, সাদার পরিবর্তে রঙিন কাপড় পড়ে আছে, তুমি যে জিনিস দ্বারাই রঙ কর না কেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এহরামকারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম পোশাক হলো, সাদা–তাই মানুষকে সন্দেহে নিপতিত করো না।

হযরত তালহা জামালের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কায়েস বিন হাযেম কর্তৃক বর্ণিত, মারওয়ান বিন হাকাম জামালের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা'র হাঁটুতে তীর নিক্ষেপ করলে তার শিরা থেকে রক্ত বাহিত হতে থাকে। যখন তিনি হাত দিয়ে তা চেপে ধরতেন তখন রক্ত বন্ধ হয়ে যেত আর ছেড়ে দিলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত তালহা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তাদের তীর পৌঁছেনি। অতঃপর বলেন, ক্ষতস্থানটিকে ছেড়ে দাও-কেননা এই তীর আল্লাহ্‌তা'লা প্রেরণ করেছেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌কে জামালের যুদ্ধের দিন ১০ জমাদিউস্ সানি ৩৬ হিজরী সনে শহীদ করা হয়। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল ৬২ বছর।

ইরাকের জমিগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র চার বা পাঁচলক্ষ দিরহামের ফসল হতো। আর 'সরা' এলাকায়, কমপক্ষে দশ হাজার দিনার মূল্যমানের ফসল হতো। বনু তায়েম গোত্রের কোন দরিদ্র ব্যক্তি এমন ছিলনা যার এবং যার পরিবারের প্রয়োজন তিনি মেটান নি, তাদের বিধবাদের বিবাহ দেন নি, তাদের রিক্তহস্তদের সেবক প্রদান করেন নি, অর্থাৎ সেবা করার জন্য রিক্তহস্তদেরও সাহায্য করেন, আর তাদের ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন নি, অর্থাৎ তাদের সবার ঋণও পরিশোধ করতেন। অধিকন্তু প্রতি বছর ফসল বিক্রি থেকে যে আয় হতো তা থেকে হযরত আয়েশাকে তিনি দশ হাজার দিরহাম পাঠাতেন। হযরত মাবিয়া মূসা বিন তালহাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কত পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছেন? তিনি বলেন, বাইশ লক্ষ দিরহাম এবং দুই লক্ষ দিনার। তার শাহাদাত হয়েছে জামালের যুদ্ধে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিশদ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে প্রদান করব।

এখন যেমনটি আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, এর জন্য সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখুন। এছাড়া মসজিদেও যখন আসবেন, সাবধানতার সাথে আসবেন। সামান্য জ্বর ইত্যাদিও যদি থাকে, শারীরিক কোন কষ্ট থাকে তাহলে এমনসব স্থানে যাবেন না যেগুলো জনসাধারণের আনাগোনাস্থল। নিজেরাও নিরাপদ থাকুন এবং অন্যদেরও নিরাপদ রাখুন। আর দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন। আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীবাসীকে বিপদাবলী থেকে রক্ষা করুন।

জরুরী ঘোষণা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।
আগামী ২৬ থেকে ২৯ মার্চ ২০২০ ইং চারদিন ব্যাপি বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি শুরু হতে যাচ্ছে। সকল আহমদী সদস্যদের নিজে দেখার এবং আহমদী অ-আহমদী ভায়েদের দেখানোর স্বতঃস্ফুর্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
13 March 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org